

হাজী মুহসীন কলেজে ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর ছাত্রদলের তাণ্ডব ॥ ঘরবাড়ি দোকানপাট ভাংচুর

স্টাফ রিপোর্টার, বুধনা অফিস ॥ নগরীয় খালিশপুরে
বিএনপি ক্যাডাররা বৃহস্পতিবার ভয়াবহ তাণ্ডব চালায়।
হাজী মুহসীন কলেজে ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর আক্রমণ
চালানোর মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া দুই ঘণ্টাব্যাপী এই
তাণ্ডব চলে। এই সময়ে এক আওয়ামী লীগ নেতার
বাড়িসহ ১০/১২টি বাড়ি ও দোকানপাট ভাংচুর হয়।
কমবেশি আহত হয়েছে ১৫ জন। এদের মধ্যে
একজনের অবস্থা গুরুতর। প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে হামলা
চালানো ও পুলিশ আক্রমণকারীদের কিছুই বলেনি।
উল্টো তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে

শেফতার করেছে।
প্রত্যক্ষদর্শী, এলাকাবাসী ও
পুলিশ সূত্র জানায়, হাজী

মুহম্মদ মুহসীন কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিকে
কলেজের ছাত্রলীগের সর্বমোট ১০টার দিকে ছাত্রলীগ
ছাত্রদল কর্মীদের সহযোগিতায় কাটা কাটা হয়। এরই এক
পর্যায়ে তর্ক-বিতর্ক, ধাওয়া পাশ্টাধাওয়া, সংঘর্ষ শুরু
হয়। লাঠিসোটা, হকিটিক, অস্ত্র নিয়ে ছাত্রদলের
সম্মানসীরা ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।
ক্যাম্পাসে উপস্থিত ১৫/২০ জন ছাত্রলীগ কর্মী
আক্রমণকারীদের হাতে বেদম পিটুনির শিকার হয়।
এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে ছাত্রদল
কর্মীদের সহযোগিতায় পুলিশ তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে
শেফতার করে। এরা হচ্ছে মাসুদ পারভেজ, মামুন ও

রিপন।

পুলিশের সামনেই ছাত্রদলের ক্যাডাররা ক্যাম্পাস ছেড়ে
বাইরে এসে আক্রমণ শুরু করে। অস্ত্র উঁচিয়ে প্রকাশ্যে
এ ধরনের হামলায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
তারা আওয়ামী লীগ নেতা খান ইবনে জামানের
বাড়িতে হামলা করে। বাড়ির দরজা-জানালা,
আসবাবপত্র ভাংচুর করে। এখানকার আরও ১০/১২টি
বাড়ি ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এ সময়ে খান ইবনে
জামানের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী টুনি আহত

হয়। গুরুতর অবস্থায় তাকে
একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা
হয়েছে। আক্রমণকারী দলটি
কোহিনুরের মোড় এলাকায়

ছাত্র ভর্তি নিয়ে দন্দ

আওয়ামী লীগের স্থানীয় কার্যালয়েও হামলা চালিয়ে
ভাংচুর করে। এ সময়ে তাদের হাতে সাবেক এমপি
আওয়ামী লীগ নেতা কাজী সেকেন্দার আলী ডাণ্ডিম
নাঙ্কিত হন। তাঁরা কয়েকটি দোকানপাটেও হামলা
চালায়। আক্রমণকারীদের হাতে পুরনো হাউজিং বাজার
সমিতির সাবেক মাধারণ সম্পাদক নাছিরও আহত
হয়েছে। ১১ নং ওয়ার্ড কমিশনার আবুল কাশেমও
আক্রমণের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে। আহতরা
ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্লিনিকে চিকিৎসা নিচ্ছে। বেছে
বেছে ছাত্রলীগ কর্মীদের শেফতার করায় নাম-ঠিকানা
গোপন করে এরা চিকিৎসা